96

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 22 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনিয়ম

শিক্ষা মানুষের মহৎ বোধগুলোকে বিকশিত করে। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মানুষ দেশের প্রগতির ধারা বজায় রাখবার ব্যাপারে ব্রতী হয়। আমাদের দেশে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা থাকলেও অনেকাংশেই তা বাস্তবায়িত হতে পারছে না। তবে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যারা জড়িত, বিশেষত শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত 'আলোকপ্রাপ্ত' কিছু লোকের ব্যাপারে ভয়াবহ ও গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ এসেছে। আমরা বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি এই কারণে যে, শিক্ষকরা আদর্শস্থানীয় লোক। তাদের কাছে ছাত্রছাত্রীরা শুধু জ্ঞানলাভই করে না—তার জীবন, কাজ, আদর্শকেও নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে চায়। অথচ 'আদর্শ শিক্ষকরা' ভয়াবহ অনিয়মের মাধ্যমে যে শিক্ষা ছাত্রসমাজকে দেন, তা গ্রহণ করে আগামী দিনের নাগরিকগণ দেশের কোন্ ধরনের উন্নয়ন বা প্রগতির সঙ্গে যুক্ত হবে তা ভেবে দেখবার বিষয়। ২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি কলেজ, ৯টি স্কুল ও ১০টি মাদ্রাসা রয়েছে। আবুজর গিফারী কলেজ, ঢাকা সিটি বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়, দিনাজপুরের পূর্ব মল্লিকপুর কাহারোল কলেজ, শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজসহ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এই অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগগুলোর মধ্যে আছে (ক) প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়ম, (খ) শিক্ষকদের যোগ্যতা বিষয়ে কারচুপি, (গ) ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে অনুদান লাভ, (ঘ) নিয়োগ বিষয়ে বিভ্রান্তি। প্রতিটি অভিযোগই গুরুতর, যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রের 'আলোকবর্তিকা'র রূপটির মলিনতা ভয়াবহভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে।

২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খবর পাওয়া গেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি অনুদান দেয়া আপাতত স্থগিত আছে অথবা কোথাও কোথাও বেতনের সরকারি অংশ স্থগিত আছে। আমরা আশংকা করছি উপরোক্ত অভিযোগের পাল্লা ভারি হবে, যদি ব্যাপারটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে আরো বহু কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা পরিদর্শনে যাওয়া হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা প্রয়োজন। দুর্নীতি আর কারচুপির সঙ্গে যদি শিক্ষকরাও 'আঁতাত' করেন, তাহলে নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁরা কি রেখে যাবেন?

এই দুর্নীতি আর অনিয়মের শেকড় সন্ধান করা দরকার। সমাজজীবনের বহুক্ষেত্রেই দুর্নীতি আর অনিয়ম এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যে, ব্যাপারটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। কঠোরতা আরোপ করবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দুষ্টক্ষতগুলোর দিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন এবং কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি ও অনিয়ম রোগ সারিয়ে তোলা যায়, তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

ছাত্রছাত্রী যদি নিজের শিক্ষকের চরিত্রে সম্মানযোগ্য কোন উপাদান খুঁজে না পায়, তাহলে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে প্রবেশ করব, আলোর পরশ পাওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই শিক্ষাঙ্গনকে অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে যেকোন মূল্যে।